بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Central Media Office

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪০ AH / ০২৭ | শুক্রবার, ১৫ রযব, ১৪৪০ হিজরী | ২২/০৩/২০১৯ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

খিলাফত পূর্ব তুর্কিস্তান স্বাধীন করবে
এবং চীনের অন্যায় যুলুম-নির্যাতন থেকে উইঘুর মুসলিমদের মুক্ত করবে

(অনূবাদকৃত)

যারা পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমদেরকে সহায়তার থেকে ডলারের লেনদেনকে অধিক পছন্দনীয় মনে করে সেইসব ঘৃণ্য মুসলিম শাসকদের অতি বিনয়ী প্রতিক্রিয়া চীনের দুর্বৃত্ত শাসকদের উৎসাহিত করেছে, উইঘুর মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে ইসলামবিদ্বেষী চীনা কর্তৃপক্ষের সীমালঙ্ঘনকারী কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও মুসলিম শাসকদের চরম নীরবতাই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ; অথচ অদ্যবধি ইসলামের এই দ্বীনের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা দ্বারাই কেবল উইঘুর মুসলিমদের হৃদয় পূর্ণ হয়ে আছে, যখন থেকে তাদের পূর্বপুরুষরা এই দ্বীনের আলো দ্বারা পথনির্দেশ পেয়েছিলেন এবং হিজরী প্রথম শতকের শেষদিকে এই দ্বীনের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

চীন সরকার সকল প্রকার বর্বর পন্থা অবলম্বন করে উইঘুর মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে, যেমন: ইবাদতে বাধা দিচ্ছে, মসজিদ বন্ধ করে নামায পড়তে বাধা দিচ্ছে, এবং পবিত্র রমজান মাসে রোজা পালনে বাধা দিচ্ছে, কার্যত সকল প্রকার ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেছে; এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে 'বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের' মিথ্যা স্লোগানের নামে তথাকথিত 'সন্ত্রাস প্রতিহত' করার অজুহাতে বৃহৎ বন্দীশালা প্রতিষ্ঠা করে চার দেয়ালের মাঝে দশ লক্ষাধিক মুসলিমকে বন্দী করেছে, এবং এর পাশপাশি বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষকদেরকে গ্রেপ্তার করেছে। আর এসবকিছুর উদ্দেশ্য হচ্ছে আতঙ্ক ছড়ানো এবং মুসলিমদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করা, যাতে ইসলামের দ্বীনের প্রতি তাদের আনুগত্যকে দুর্বল করে তোলা যায়। ইন্টেলিজেন্স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত চীনের বক্তব্যে ইসলামকে একটি সংক্রামক ব্যাধি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এটিকে যেকোন উপায়ে প্রতিহত করতে হবে, এমনকি নির্যাতন ও হত্যা করে হলেও! হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ রিপোর্ট করেছে যে, চীন সরকার মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের মাধ্যমে জোরপূর্বক উইঘুরের মুসলিমদেরকে ইসলাম পরিত্যাগে বাধ্য করছে। বিবিসি'র রিপোর্ট অনুযায়ী চীনা কর্তৃপক্ষ দাবী করছে যে, তারা তিনটি অশুভ বিষয় মোকাবেলা করছে: সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থী আদর্শ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আহ্বান। এসব প্রতারণাপূর্ণ মিথ্যা স্লোগানের আড়ালে চীনা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ধরনের ঘৃণ্য দমনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

যখন চীন সরকার এধরনের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড ও প্রচারণা চালাচ্ছে তখন তারা মুসলিম ভূ-খণ্ডের শাসকদের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে উপেক্ষা করা ও তাদের দুষ্কর্মে সহযোগীতা ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়া দেখছে না, যেমন: ১৭/১২/২০১৮ তারিখে ইন্দোনেশিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্ট জুসুফ কাল্লা বলে: পূর্ব তুর্কিস্তানে আভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে উইঘুর মুসলিমদের ভোগান্তির বিষয়ে ইন্দোনেশীয় সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না, এবং সে এটাও উল্লেখ করে যে, বিষয়টি চীনের সার্বভৌমত্বের সাথে জড়িত। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানে বিপুল পরিমান চীনা বিনিয়োগ এবং চীনের সাথে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তিগুলোর কাছে মুসলিম শাসকেরা বিক্রি হয়ে গেছে, ফলে তারা পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমদের সাহায্য করার আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত নির্দেশকে অবজ্ঞা করছে!

নিঃসন্দেহে এই রুওয়াইবিদাহ্ (বিশ্বাসঘাতক) শাসকেরা ইসলামী উম্মাহ্'র প্রতিনিধিত্ব করে না। আমরা ইসলামী উম্মাহ্'র ক্রোধ ও আবেগ থেকে চীনের শাসকদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি, যে উম্মাহ্ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আদেশ পালনে বদ্ধপরিকর, এবং এই উম্মাহ্ এসব যালিম শাসকদের শৃঙ্খল ছিন্ন করবে এবং পূর্ব তুর্কিস্তান, মিয়ানমার, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন ও অন্যান্য মুসলিম ভূ-খণ্ডে মুসলিমদের উপর যে যুলুম-নির্যাতন হয়েছে তার কঠিন প্রতিশোধ নেবে।

চীনা নেতৃবৃন্দের উচিত তাদের পূর্বসূরীদের পরিণতি থেকে শিক্ষা নেয়া, যারা মুসলিম সেনাবাহিনীর বীর নেতা কুতায়বাহ্ বিন মুসলিম-এর চীন বিজয়ের শপথ থেকে রক্ষা পায়নি। চীনের সম্রাট তার কাছে নিজের মন্ত্রী ও প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল। তারা তাকে বলেছিল, "আমাদের দেশে প্রবেশ করবেন না। আপনার পছন্দ অনুযায়ী সবকিছু দিয়ে আমরা আপনাকে খুশি করব, জিযিয়া হিসেবে আপনি যা চান তা আমরা আপনাকে দেব"। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন: আমি চীনের ভূমিতে প্রবেশের শপথ নিয়েছি। তারা বলেছিল: আমরা আপনাকে এমন কিছু দিতে পারি যা আপনাকে শপথ থেকে মুক্তি দিতে পারে, এরপর চীন সম্রাটের প্রতিনিধিদল চীনের ভূমি থেকে মাটি নিয়ে আসে এবং কুতায়বাহ্'র সামনে উপস্থাপন করে, অতঃপর **তিনি** তাতে দাঁড়ান এবং তাদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করেন, যা ছিল চীনাদের জন্য অপমানজনক অবস্থা।

মুসলিম উম্মাহ্ এই অত্যাচার ও অবিচারকে ভুলে যাবে না, বর্তমানে তাদেরকে যে সংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তা কেবলই ভেসে বেড়ানো গ্রীষ্মকালীন মেঘ। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র অনুগ্রহে শীঘ্রই নবুয়্যতের আদলে খিলাফতে রাশিদাহ্ (ন্যায়পরায়ণ খিলাফত) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং পূর্ব তুর্কিস্তানে আমাদের নিপীড়িত ভাইদের জন্য বিজয় **বয়ে** আনবে, এবং যারা তাদের উপর অত্যাচার করেছিল ও তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: **«إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ» "নিশ্চয়ই, ইমাম (খলিফা) হচ্ছেন ঢালস্বরূপ, যার পেছনে থেকে মুসলিমরা যুদ্ধ করে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করে"**। [সহীহ্ মুসলিম]

এবং তখন চীন কিংবা অন্য কোন দেশ কোন মুসলিমকে কষ্ট দেয়ার দুঃসাহস দেখাবে না, কারণ তারা উপলব্ধি করবে যে, তারা যা করবে তার দ্বিগুণ তাদেরকে ফেরত দেয়া হবে। এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী।

ড. ওসমান বাখাস
হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিসের পরিচালক

Tel\Fax.: 009611307594 **Mobile:** 0096171724043
E-mail: media@hizb-ut-tahrir.info

Hizb ut Tahrir Official Website
www.hizb-ut-tahrir.org
Hizb ut Tahrir Central Media Office Website
www.hizb-ut-tahrir.info